কন্যা সন্তান

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

যখন জিজ্ঞাসা করা হবে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা মেয়েকে কী অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো?

সুরা ৮১ আত তাকভির, আয়াতঃ ৮,৯

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ “যখন জিজ্ঞাসা করা হবে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা মেয়েকে কী অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো?”

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত তাকভির

১। যখন জিজ্ঞাসা করা হবে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা মেয়েকে কী অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো?

সুরা ৮১ আত তাকভির, আয়াতঃ ৮,৯

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

যখন জীবন্ত-প্রথিতা(জীবন কবর)কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে;

بِاَيِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۚ ﴿٩﴾

কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আন নাহল

২। কিন্তু তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে চরম মনকষ্টে দগ্ধ হয়।

সুরা ১৬ নাহল, আয়াতঃ ৫৮

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰى ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّهُوَ كَظِيۡمٌ ۚ ﴿٥٨﴾

তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

৩। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানিতে সে সমাজ থেকে আত্ম গোপন করে সে ভাবতে থাকে গ্লানি সত্ত্বেও সে কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? সাবধান তোমাদের সিদ্ধান্ত চরম নিকৃষ্ট।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৫৯

يَتَوَارٰى مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمۡسِكُهٗ عَلٰى هُوۡنٍ اَمۡ
يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ ﴿٥٩﴾

তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করা হতো। কারণ সে উপার্জন করতে সক্ষম ছিলো না, কায়িক পরিশ্রম করতে অক্ষম, যুদ্ধ বিগ্রহে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারতো না, শত্রুপক্ষ জয়ী হলে মেয়েদেরকে নিয়ে যেত এবং দাসী বানিয়ে রাখতো এবং বিক্রি করে দিত। এ সমস্ত কারণে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় একটা গর্ত করে রাখতো এবং কন্যা সন্তান জন্ম হলে সাথে সাথে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করতো। এটা সম্ভব না হলে একটু বড় হলে তাকে দূরে কোথাও গর্তে বা কুয়ায় ফেলে দিয়ে জীবন্ত হত্যা করা হতো।

বর্তমান যুগে উন্নত বিশ্বে তো প্রায় সন্তান জন্ম বন্ধ করে দিয়েছে। বিয়েও করছে না নিজেদের ভোগ বিলাসে ভাটা পড়বে দেখে তাই সন্তান welcome করছে না। অবৈধ সন্তান জন্ম দিচ্ছে গর্ভপাত করছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কন্যা সন্তানকে আজ বোঝা মনে করা হয়। পুত্র সন্তান না হলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিচ্ছে এরকম ঘটনাও ঘটছে।

এর মোকাবেলায় কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে সন্তানকে welcome না করা বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে welcome না করা "চরম নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত" এবং আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে এবং পিতা মাতাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এ সংক্রান্ত হাদীস

সুনানে দারেমির প্রথম অধ্যায়ের একটি হাদীস। এক ব্যক্তি তার জাহেলী যুগের একটি ঘটনা রসুল(সঃ)এর কাছে উল্লেখ করেন। সে ব্যক্তি বলেনঃ আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। নাম ধরে ডাকলে আমার কাছে ছুটে আসতো।

একদিন আমি তাকে সাথে নিয়ে হাটতে থাকলাম। পথে একটি কুয়ায় তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম। তার যে শেষ কথাটি আমি শুনতে পেয়েছিলাম তা ছিল হায় আব্বা, হায় আব্বা। এ কথা শুনে রাসুল (স:) এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো, তিনি কেঁদে ফেললেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, ওহে তুমি রসুল(সঃ)কে শোকার্ত করে দিয়েছো। তারপর রাসুল(সঃ) বললেন ঘটনাটি আবার বর্ণনা করো। সে ব্যক্তি আবার তা শুনালেন । ঘটনাটি আবার শুনে রসুল(সঃ) এত বেশী কাঁদতে থাকলেন যে, চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গেলো। এরপর তিনি বললেন জাহেলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। এখন জীবন নতুন করে শুরু করো। যে ব্যক্তি ৩কন্যা বা বোনের লালন-পালন করে , তাদেরকে ভালো আদব-কায়দা শিখায় এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থাকে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে হে রাসুল আর যদি দু'জন হয় জবাব দেন, দু' জনকে এভাবে লালন-পালন করলেও তাই হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস বলেন, যদি লোকেরা একজনের লালন-পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি একজন সম্পর্কেও একই জবাব দিতেন।(শারহুস সুন্নাত)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আল্লাহর রোষানল থেকে বাঁচার জন্য আমরা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়কেই সমানভাবে লালন-পালন করি এবং সমান মর্যাদা দান করি। কন্যা সন্তানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করি। পুত্র সন্তান দান কন্যা সন্তান দান ও বন্ধ্যা

করে রাখা এগুলো আল্লাহরই পরিকল্পনা। এখানে মানুষের কোন হাত নেই। আল্লাহর পরিকল্পনা এবং তাকদিরের উপর ভরসা করাই মু'মিনের লক্ষণ। আল্লাহ আমাদেরকে তার পথে চলার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।